কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২০ অক্টোবর, ২০২২ ১৭:৩৮

বিজ্ঞান জাদুঘরের উদ্যোগ

# বিদ্যুতের অপচয় রোধের শপথ ঢাবি শিক্ষার্থীদের

বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের অপচয়রোধে সতর্ক ও সচেতন হওয়ার শপথ নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ছবি : সংগৃহীত

বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের অপচয়রোধে সতর্ক ও সচেতন হওয়ার শপথ নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীরা। বিশেষ করে বর্তমান ক্রান্তিলগ্নে বিদ্যুৎ ব্যবহারে তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি সাশ্রয়ী হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে, বাসাবাড়িতে এবং সর্বত্র তারা বিদ্যুতের বাতি ও পাখা যেন অপ্রয়োজনে না জ্বলে, তা নিশ্চিত করবেন।

গত মঙ্গলবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্যান্সডক কর্তৃপক্ষের আয়োজিত এক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা হাত উঠিয়ে সমস্বরে এ শপথ গ্রহণ করেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেন, জ্বালানি তেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন খুব ব্যয়বহুল। সরকার যতই বিদ্যুৎ উৎপাদন করুক, মিতব্যয়ী ও সাশ্রয়ী না হলে সব অর্জন বৃথা হবে।

মুনীর চৌধুরী বলেন, বিদ্যুৎ ব্যবহারে যে অপচয় হচ্ছে, তা আমাদের অবিবেচক কর্মকাণ্ডের ফল। প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং জ্বালানির সাশ্রয় না হলে তা মানব সভ্যতাকে হুমকির সম্মুখীন করবে।

অনুষ্ঠানে ব্যান্সডকের মহাপরিচালক মীর জহুরুল ইসলাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. সাইফুল ইসলাম বক্তব্য দেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

# বিজ্ঞান জাদুঘরের উদ্যোগ: বিদ্যুতের অপচয় রোধের শপথ ঢাবি শিক্ষার্থীদের

অক্টোবর ২০, ২০২২ 0

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্যান্সডক কর্তৃপক্ষের আয়োজিত এক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে (১৮ অক্টোবর, ২০২২খ্রি.) শিক্ষার্থীরা হাত উঠিয়ে সমস্বরে এ মর্মে শপথ গ্রহণ করে, বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের অপচয়রোধে তারা সতর্ক ও সচেতন হবে। বিশেষ করে বর্তমান ক্রান্তিলগ্নে বিদ্যুৎ ব্যবহারে তারা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সাশ্রয়ী হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে, বাসাবাড়িতে এবং সর্বত্র তারা বিদ্যুতের বাতি ও পাখা যেন অপ্রয়োজনে না জ্বলে, তা' নিশ্চিত করবে।

তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানকালে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেন,"জ্বালানি তেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন খুব ব্যয়বহুল। সরকার যতই বিদ্যুৎ উৎপাদন করুন, মিতব্যয়ী ও সাশ্রয়ী না হলে সব অর্জন বৃথা হবে।

তিনি বলেন, বিদ্যুৎ ব্যবহারে যে অপচয় হচ্ছে, তা' আমাদের অবিবেচক কর্মকাণ্ডের ফল। প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং জ্বালানির সাশ্রয় না হলে তা' মানব সভ্যতাকে হুমকির সম্মুখীন করবে।" এ অনুষ্ঠানে ব্যান্সডকের মহাপরিচালক মীর জহুরুল ইসলাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড.মোঃ সাইফুল ইসলাম বক্তব্য প্রদান করেন।

NEWAGE

The outspoken daily ■ www.newagebd.net ■ Dhaka, Friday, October 21, 2022, Kartik 5, 1429 BS

# Science museum holds oath-taking event to prevent wastage of electricity

**Staff Correspondent**

THE authorities of the Bangladesh National Scientific Technical Documentation Centre of the Ministry of Science and Technology organised an oath-taking event to prevent wastage of electricity before the opening of a workshop in Dhaka on Tuesday.

The National Museum of Science and Technology initiated the event, said a press release on Thursday.

At the event, Dhaka University students raised their hands and took an oath in unison that they would be careful in the use of electricity, water and gas.

They will be much more cost-effective than before in using electricity in the current crisis. They will ensure that electric lamps and fans are not switched on unnecessary in university halls, residences and elsewhere.

কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২২ অক্টোবর, ২০২২ ১৮:৩০

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উদ্যোগ

# বান্দরবান ও পঞ্চগড় থেকে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ

মহাকাশ জ্ঞান সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত এবং শিক্ষার্থীদের মননে মহাকাশ বিজ্ঞানের আকর্ষণ বাড়াতে রাজধানীর বাইরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর টেলিস্কোপ প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিয়েছে।

এ কার্যক্রমের আওতায় গত ১৪ অক্টোবর বান্দরবানের লামা উপজেলায় এবং ১৯ ও ২০ অক্টোবর পঞ্চগড়ে টেলিস্কোপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মহাকাশ পর্যবেক্ষণের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এ দুটি কর্মসূচিতে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী ও দর্শক অংশগ্রহণ করে। এতে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে।

সাধারণ মানুষের পক্ষে সরাসরি মহাকাশের গ্রহ বা নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের আধুনিক শক্তিশালী টেলিস্কোপ এ কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়। প্রান্তিক পর্যায়ে জনগণের, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য এটি মহাকাশ ভ্রমণের অনুভূতি এনে দেয়।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেন, টেলিস্কোপ প্রযুক্তির সুবাদে মহাকাশ জ্ঞান চর্চাকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছিয়ে বাংলাদেশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ মহাকাশ প্রযুক্তির সক্ষমতায় পৌঁছতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বইপত্র পড়ে মহাকাশ জ্ঞান চর্চার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। সে ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন আকাশে ১৯৩.৯৩ কোটি মাইল দূরের শনি গ্রহ এবং ৬০ কোটি মাইল দূরের বৃহস্পতি গ্রহ দেখার অভূতপূর্ব সুযোগ পেয়ে মানুষ মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্ট নভোমণ্ডলের নিখুঁত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানছে। এটি স্রষ্টার প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং সৃষ্টি জগতের অপার রহস্য সম্পর্কে মানুষকে সুষ্ঠু ধারণা দেবে। এ কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। শুধু জ্ঞানার্জনের জন্য নয়, তরুণ প্রজন্মকে মাদকাসক্তি, মোবাইল আসক্তিসহ নানা সামাজিক অপরাধ থেকে মুক্ত করে জ্ঞানচর্চার দিকে অভিমুখী করাও এ কার্যক্রমের অন্যতম মহৎ লক্ষ্য। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

Monday, October 24, 2022
NEWAGE

# Science museum promotes space observation in remote areas

Staff Correspondent | Published at 01:12am on October 23, 2022

A student observes space through a telescope initiated by the National Museum of Science and Technology at Lama upazila in Bandarban recently. — Press release

The National Museum of Science and Technology has taken the initiative to widen the knowledge of space science and increase the attraction of space science in the minds of students by exhibiting telescopes in remote areas of the country.

Under the initiative, students were given the opportunity to observe space through the telescopes at Lama upazila in Bandarban on October 14 and Panchagarh on October 19, and 20, said a press release on Saturday.

Thousands of students and visitors participated in the events. The powerful telescopes of the museum gave the feeling of space travel to the visitors, especially the students at the marginal level.